ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১২-০৬-২০১৮ ।।

রাজ্য সরকার কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে -মুখ্যমন্ত্রী

উদয়পুর, ১২ জুন।। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। কারণ কৃষির অগ্রগতি ছাড়া কোন দেশ বা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ভারত সরকারের মতো রাজ্য সরকারও কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ শান্তিরবাজার মহকুমায় মনু সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্রের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। তাই রাজ্যের কৃষি জমির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোন জমি খালি রাখা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের উন্নতিতে রাজ্য সরকার কাজ করতে চায়। এজন্য কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কৃষকদের কাছে ছুটে যেতে হবে। সঠিক সময়ে কৃষকদের পরামর্শ দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে ১ লক্ষ মেট্রিক টন আনারস উৎপাদন হয়। আমাদের রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে বিভিন্ন দেশে ও আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, কিছু দিন আগে আমাদের রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ২ দিনের সফরে এসেছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে স্টেট ফ্রুট হিসাবে ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আনারসের পাতা দিয়ে বিভিন্ন রকমের জিনিষ তৈরী হয়। আনারসের প্রত্যেকটা অংশ কাজে লাগে। সেটাকে বাজারজাত করতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বাঁশ উৎকৃষ্ট মানের। এই বাঁশকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি দপ্তরকে সাধারণ মানুষের সাথে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুরূপভাবে রাজ্য সরকার কৃষি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, প্রধান সচিব ড. ইউ ভেঙ্কটেশ্বরেলু, কৃষি অধিকর্তা দেব প্রসাদ সরকার, উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

১৬ জুন বিশেষ লোক আদালত

আগরতলা, ১২ জুন।। আগামী ১৬ জুন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা কোর্ট চত্বরে লোক আদালত শুরু হবে সকাল ১০টায়। তাতে ৬টি আদালত বা বেঞ্চে ট্রাফিক চালান বিষয়ক ৭ হাজার ২০০ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া হয়েছে।

জিরানীয়ায় জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা

জিরানীয়া, ১২ জুন।। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মান্দাই ব্লক এলাকায় চলতি অর্থ বছরে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন প্রকল্পে ২৫০ হেক্টর জমিতে শ্রী পদ্ধতিতে হাইব্রীড আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, শ্রী পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল ধান চাষের জন্যও ৫০০ হেক্টর লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১০ মেট্রিকটন উচ্চফলনশীল ধান বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া, চাষযোগ্য জমিতে জলসেচের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চন যোজনা প্রকল্পে চলতি অর্থবছরে মান্দাই ব্লকের লক্ষ্মীপুর এ ডি সি ভিলেজে ১৯৫ মিটার পাকা নালা তৈরী করার জন্য কৃষি দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে। মান্দাই কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানা যায়।

বাগমা এলাকায় উন্নয়ন কর্মসূচীর খোঁজ নিলেন বিধায়ক

উদয়পুর, ১২ জুন।। বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া গত ১০ জুন বাগমা এলাকায় গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন তেপানিয়া ব্লকের বি ডি ও অনিরুদ্ধ রায় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। পরিদর্শনকালে বিধায়ক শ্রী জমাতিয়া খুপিলং, পূর্ববারভাইয়া, বারভাইয়া, দক্ষিণ বাগমা, কড়ইমুড়া, বগাবাসা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গৃহিত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পরিদর্শনকালে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

খোয়াই বইমেলা ২১ জুন থেকে

খোয়াই, ১২ জুন।। ৫ দিনব্যাপী খোয়াই বইমেলা আগামী ২১ জুন থেকে খোয়াই সরকারী বালক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হবে। চলবে ২৫ জুন পর্যন্ত। মেলা চলবে প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতিদিন থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এই মেলাকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে গত ১১ জুন খোয়াইর জেলা শাসক রবীন্দ্র রিয়াং এর সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় খোয়াইর মহকুমা শাসক বিম্বিসার ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজকান্তি দাস, সমীর দাস, শঙ্কু পাল, খোয়াই ব্লক আধিকারিক পৃথ্বীরাজ দেবনাথ, তুলাশিখর ব্লকের বি ডি ও রিংকু রিয়াং সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জেলা শাসক খোয়াই বইমেলাকে

সর্বাঙ্গীণ সফল করে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সভা থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি ও ৮টি বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

জিরানীয়ায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আলোচনাচক্র

জিরানীয়া, ১২ জুন।। তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল চম্পকনগর তথ্য কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষ্যে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট সমাজসেবী তড়িৎ দেববর্মা বলেন, ব্যাপক ভাবে গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশকে নিরাপদ রাখতে গাছই ভরসা। গাছের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য তিনি গাছ লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সেমিনারে প্লাস্টিক বর্জন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের বিষয়েও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন সমাজসেবী গৌতম দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিবু দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন জিরানীয়া তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক।

সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ

শান্তিরবাজার, ১২ জুন।। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের আওতায় জোলাইবাড়ী ব্লকের পূর্ব পিলাক উচ্চ বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণের কাজ চলছে। ৪ কক্ষ বিশিষ্ট এই অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। পাশাপাশি এই বিদ্যালয়ের ৪ কক্ষ বিশিষ্ট আরও একটি পাকাবাড়ী নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

সরকারের গৃহীত কর্মসূচির সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,১১ জুন।। রাজ্য সরকারের যেসব প্রকল্প বর্তমানে রয়েছে তার থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চিহ্নিত করে যে কাজটা আগে করা প্রয়োজন তা স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের পর্যালোচনা বৈঠকে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি সরকারী আধিকারিকদের জনগণের কল্যাণে কাজ করার কথা বলেন এবং সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সরকারী সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সময়ে রাজ্য সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করা ছিলো আধিকারিকদের কাজ। এই ক্ষেত্রে আধিকারিকদের কোনও ধরণের মতামত নেওয়া হতো না। বর্তমানে রাজ্য সরকার সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারী আধিকারিকদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়েই বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব থেকে সব অংশের কর্মচারীদের কাজের ক্ষেত্র পরিদর্শন করে বিস্তারিত কাজের রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি সচিবদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজের অনুমোদন নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। পর্যালোচনা বৈঠকে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব জানান, বর্তমানে রাজ্যে ৪ লক্ষ ২২ হাজার মানুষ বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। নতুনভাবে আরও ৩৮ হাজার আবেদনপত্র দপ্তরে জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রাপক সুবিধাভোগীদের এবং আবেদনকারীদের আবেদনপত্রগুলি নিয়মনীতি মেনে যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে গৃহপরিচারিকা ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা প্রকৃত গৃহপরিচারিকার কাজ করেন তাদেরকেই এই ভাতা প্রদান করা দরকার। পূর্ত দপ্তরের পর্যালোচনায় উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রাজ্যের ৬টি জাতীয় সড়কের ৮৫৩.৮১ কিলোমিটার রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ চলছে। এছাড়া, পূর্ত দপ্তরের মাধ্যমে ৭টি জাতীয় সড়কের ডি পি আর তৈরীর বিষয় সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়াও এন এইচ আই ডি সি এল-এর মাধ্যমে ৮টি সড়কের ডি পি আর তৈরীর কাজ চলছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জমি অধিগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আমবাসা থেকে আঠারোমুড়া পর্যন্ত জাতীয় সড়কের মেরামতির খোঁজখবর নেন। এই ক্ষেত্রে তিনি বলেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই এই সকল মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিলো। তিনি এই ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলাশাসক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকারদের কাজের ক্ষেত্রে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশ দেন। আগরতলায় ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তিনি। বৈঠকে ত্রিপুরা রিনিউয়েবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ট্রেডা) পক্ষ থেকে বৈঠকে জানানো হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র মিলে ১.২৭৫ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইনস্টল করা হয়েছে। ১১৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৯টি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৫টি মহকুমা হাসপাতাল এবং ৩টি জেলা হাসপাতাল এই প্রকল্পে সুবিধা পাচ্ছে। আগামী দিনে ৫ হাজার পরিবারকে সোলার এনার্জির আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হবে। বৈঠকে ই-স্টাম্পিং এবং ই-রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে আলোচনা হয়। ই-রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে দপ্তরের সচিব জানান, বর্তমানে ২৩টি সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের মধ্যে ২০টিতে ইতিমধ্যে ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু রয়েছে। করবুক, জম্পুইজলা ও পানিসাগর এই তিনটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু করা হবে। জি এ (পি এন্ড টি) দপ্তরের ই-গেজেট প্রকাশনার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই ক্ষেত্রে দপ্তরের একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয়েছে।

বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান সচিব জানান, গত তিনমাসে ৫৯৯টি হুকলাইন বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে এবং ৪৫৮১টি হুকলাইন ছিন্ন করা হয়। শ্রম দপ্তরের পর্যালোচনায় সমস্ত বাজার এবং দোকান সাপ্তাহিক বন্ধের ব্যাপারে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে শ্রমিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন। বৈঠকে মহিলা নির্যাতন রোধে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর নির্যাতন বন্ধের জন্য আত্মরক্ষার্থে মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়স্তরে প্রয়াস অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় প্রকল্প -- বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর উপর জনসচেতন করার কর্মসূচিগুলি তুলে ধরেন। এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের নির্যাতন বন্ধ করার উপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ নিষ্ঠা চক্রবর্তীকে নারী ক্ষমতায়নের অ্যাম্বাসেডর করার জন্য নির্দেশ দেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা বিজয় কে ছিব্বার, মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবগণ সহ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিধানসভা অধিবেশনের জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আগরতলা, ১১ জুন।। আগামী ১৯ জুন ২০১৮ থেকে দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে। বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন নিরাপত্তাজনিত কারণে বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, রিক্সা ছাড়া বিধানসভা সচিবালয় থেকে দেওয়া পরিচয়পত্র ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা যানবাহন বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবেনা। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক এবং বিধানসভার কর্মচারীগণ বিধানসভা চত্বরে প্রবেশের সময় নিরাপত্তা রক্ষীরা চাইলে তাঁদের প্রবেশপত্র দেখাতে হবে। বিধানসভার সদস্য-সদস্যা, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক এবং বিধানসভা কর্মচারীগণ প্রবেশপত্র নিয়ে কোনও সহযাত্রী ছাড়া গাড়ি বা অন্য কোনও যানবাহনে বিধানসভা চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন। বিধানসভা সদস্যদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিগণ নিরাপত্তা রক্ষীদের জন্য আলাদা কোনও প্রবেশপত্রের প্রয়োজন নেই। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, দর্শক, সরকারী আধিকারিক এবং কর্মচারীগণ ব্যাগ বা অন্য কোনও আপত্তিকর জিনিসপত্র নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করতে পারবেন না। বিধানসভা অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন নেওয়া যাবেনা। সবার অবগতির জন্য বিধানসভা সচিবালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পানীয় জল, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ বিষয়ে সমস্যা নিরসনে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে - সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

কৈলাসহর, ১১ জুন।। গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ সভা আজ পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের পর্যালোচনা করেন। সভার শুরুতে বি ডি ও ব্লকের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেন। সভায় ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক ডি. ডার্লং জানান, এম জি এন রেগায় গৌরনগর ব্লকে এ বছর ৬.২২ শতাংশ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা সভায় বিভিন্ন দপ্তরের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেন এবং প্রতিটি কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিষয়ে সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এলাকাবাসীকেও উদ্যোগী হতে হবে। প্রতিটি দপ্তরকে ১০০ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতেও তিনি আহ্বান জানান। সভায় গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ সভাপতিত্ব করেন। ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম, ঊনকোটি জিলাপরিষদ এবং গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার সচেতনতামূলক শিবির

ধর্মনগর, ১১ জুন।। যুবরাজনগর ব্লকের চিন্তা লোহার কমিউনিটি হলে গত ৮ জুন প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা নিয়ে একদিনের সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০০ জন কৃষক অংশ নেন। শিবিরে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন সমাজসেবী বৃন্দাবন নাথ।

আগামীকাল রাজর্ষিতে কৃষি সামগ্রী বিতরণ ও কর্মশালা

উদয়পুর, ১১ জুন।। গোমতী জেলা কৃষি উপ-অধিকর্তা কার্যালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল সকাল ১১ টায় উদয়পুর রাজর্ষি হলে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কৃষকদের কৃষি সামগ্রী বিতরণ এবং ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৃষি, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ

সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিপ্লব কুমার ঘোষ, রঞ্জিত দাস, শঙ্কর রায়, বুর্বমোহন জমাতিয়া, সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, প্রমোদ রিয়াং প্রমুখ। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন কৃষি অধিকর্তা ড. দেব প্রসাদ সরকার, সমাজসেবী জিতেন্দ্র মজুমদার, উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা ড. অসিত চক্রবর্তী, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার অমিত ভট্ট চার্য্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ঠ সমাজসেবী পদ্মমোহন জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে গোমতী ও দক্ষিণ জেলার কৃষকরা অংশগ্রহণ করবেন।

হেজামারা ব্লক এলাকায় সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

মোহনপুর, ১১ জুন।। সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ অর্থে হেজামারা ব্লক এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে ব্লক সদরে অবস্থিত সুরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্যালারী নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে ব্যয় হবে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। শরৎ চৌধুরী ভিলেজের আর কে পাড়ায় একটি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৩ টাকা। পূর্ব সিমনা আর কে পাড়াতে ৩টি সামাজিক শৌচালয় নির্মাণের কাজ চলছে। ব্যয় হবে ৮ লক্ষ টাকা। সোনারাম বাজারে ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার ও একটি সামাজিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ব্লক সদর এলাকায় পানীয় জলের একটি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে ও পাইপ লাইন বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু

আগরতলা, ১১ জুন।। ১ জানুয়ারী ২০১৯ কে ভিত্তি হিসাবে ধরে সচিত্র ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে শুরু হবে। এই প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি পর্ব অবশ্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি আজ বিকালে নির্বাচন দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সি ই ও) জানান, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। ১ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে এই তালিকার উপর দাবী ও আপত্তি জানানো যাবে। দাবী ও আপত্তির নিষ্পত্তি করা হবে ৩০ নভেম্বর ২০১৮-র আগে। ডাটাবেস আপডেট এবং ছাপার কাজ করা হবে ৩ জানুয়ারী ২০১৯-র আগে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৪ জানুয়ারী ২০১৯।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি জানান, ১৫ মে ২০১৮ থেকে বি এল ও-রা বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন। ২০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস এবং এই কেন্দ্রগুলি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হবে ২১ জুন ২০১৮ থেকে ৩১ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে। কন্ট্রোল টেবিল আপডেট, খসড়া ভোটার তালিকা তৈরীর যাবতীয় প্রস্তুতি চলবে ১ আগষ্ট ২০১৮ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০১৮ পর্যন্ত।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, সমগ্র বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১০ মে ২০১৮ বৈঠক করা হয়েছে। ডি ই ও এবং ই আর ও-গণ জেলা এবং মহকুমা পর্যায়েও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। শ্রীরাম তরুণীকান্তি জানান, দিব্যাঙ্গজনদের (প্রতিবন্ধী) ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে যাতে সমস্যার মুখে না পড়তে হয় সেজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে যাতে নানাবিধ ব্যবস্থা রাখা যায় তার জন্য এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সি ই ও জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনের সংখ্যা আশি হাজারের মত হবে। এর মধ্যে ভোটার হবেন একান্ন হাজারের মত। ইতিমধ্যেই ছাব্বিশ হাজার ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবাইকেই চিহ্নিত করে তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ নেয়া হবে। সি ই ও জানান, ই ভি এম এবং ভি ভি প্যাটের ফাষ্ট লেভেল চেকিং কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। রাজ্যের সবকয়টি জেলাতেই এখন এই কাজ হচ্ছে। আগামী ১৪ জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। সাংবাদিক সম্মলনে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দেবাশিষ মোদকও উপস্থিত ছিলেন।

১৯ জুন উত্তর ব্রজেন্দ্রনগরে প্রশাসনিক শিবির

উদয়পুর, ১১ জুন।। উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৯ জুন কিল্লা ব্লকের উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর এ ডি সি ভিলেজের সাইমারুয়া কমিউনিটি হলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে এলাকাবাসীর সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা সভা করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রোগীদের চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হবে। উদয়পুরের মহকুমা শাসক শুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

গোমতী জেলায় মাছ চাষে সহায়তা

উদয়পুর, ১১ জুন।। গোমতী জেলায় চলতি অর্থ বছরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছরে প্রদর্শনীমূলক মিশ্র মাছ চাষ প্রকল্পে ৪৯ জন মৎস্যচাষীকে মাছের পোনা, চুন, খৈল, মাছের খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হবে। এতে ব্যয় হবে ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৩৪০ টাকা। ছোট জলাশয়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পে ২৫০ জনকে সহায়তা দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। চিংড়ি চাষ প্রকল্পে ১৮০ জন মৎস্য চাষীকে ২০০টি করে চিংড়ির পোনা দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। পাবদা মাছ চাষ প্রকল্পে জেলার ১০০ জন মৎস্য চাষীকে ২০০টি করে পাবদা মাছের পোনা বিতরণ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।